Prime Minister Addresses the virtual Global Vaccine Summit 2020

June 04, 2020

প্রধানমন্ত্রী বিশ্বজনীন প্রতিষেধক শীর্ষ সম্মেলন 2020 তে ভার্চুয়াল ভাষণ প্রদান করেছেন।

জুন 04,2020

ভারত আজ আন্তর্জাতিক প্রতিষেধক জোট, গাভি-তে 15 মিলিয়ন মার্কিন ডলার দেবার জন্য প্রতিশ্রুতি প্রদান করেছে।

ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসনের আয়োজনে বিশ্বজনীন প্রতিষেধক শীর্ষ সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী ভার্চুয়াল ভাষণ প্রদান করেছেন , যেখানে 50 টিরও বেশী দেশের ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দ, ইউ এন এজেন্সি, সুশীল সমাজ, সরকারি মন্ত্রীগণ, রাষ্ট্রপ্রধান এবং দেশীয় নেতৃবৃন্দ অংশগ্রহণ করেছিলেন।

প্রধানমন্ত্রী তাঁর ভাষণে বলেছেন যে, এই রকম একটা কঠিন সময়ে ভারত বিশ্বের পাশে একতার সাথে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

শ্রী মোদি বলেছেন, " ভারতীয় সভ্যতা শেখায় বিশ্বকে একটি পরিবার হিসেবে দেখতে এবং এই অতিমারির সময়ে ভারত সেই শিক্ষার উপরে বেঁচে থাকতে চেষ্টা করেছে।" তিনি বলেছেন, "ভারতের নিকট প্রতিবেশীর মধ্যে কৌশলগত সাধারণ প্রতিক্রিয়াকে সামনে এগিয়ে নিয়ে গিয়ে এবং যে সকল দেশ চেয়েছে তাদের বিশেষ সাহায্য প্রদান করে,ভারতের নিজস্ব বিশাল সংখ্যক মানুষকে সুরক্ষা প্রদান করেও 120 টিরও বেশী দেশের মধ্যে ভারতে ওষুধের মজুত থেকে বন্টন করে ভারত এই কাজটা করেছে । "

প্রধানমন্ত্রী বলেছেন যে, COVID অতিমারি একদিক থেকে সাম্প্রতিক ইতিহাসে প্রথমবার দেখিয়ে দিয়েছে যে, বিশ্বব্যাপী সহযোগিতার সীমাবদ্ধতা কত সীমিত, মানব জাতি এক স্পষ্ট সাধারণ শত্রুর সম্মুখীন হয়েছে।

গাভির কথা উল্লেখ করে তিনি বলেছেন যে, এটা শুধুমাত্র একটি জোটবদ্ধতাই নয় বরং সারা পৃথিবীর জোটবদ্ধতার একটি প্রতীক।এটি আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে, অন্যদের সাহায্য করে আমরা নিজেদের সাহায্য করতে পারি।

তিনি বলেছেন যে, ভারত একটি বিশাল জনসংখ্যার দেশ এবং স্বাস্থ্য সুবিধা খুবই সীমিত এবং তাই টিকাকরণের গুরুত্ব সে উপলব্ধি করতে পারে।

প্রধানমন্ত্রী বলেছেন যে তাঁর সরকার দ্বারা শুরু করা অন্যতম প্রথম কার্যক্রম ছিল ইন্দ্রধনুস, যার লক্ষ্য ছিল এই বিশাল দেশের দূরপ্রান্তে থাকা জনগণ সহ ভারতের শিশু এবং মহিলাদের সম্পূর্ণভাবে

প্রতিষেধক প্রদানকে নিশ্চিত করা।

তিনি বলেছেন যে সুরক্ষা প্রসারে ভারত তার জাতীয় টিকাকরণ কার্যক্রমে ছয়টি নতুন প্রতিষেধককে যুক্ত করেছে।

প্রধানমন্ত্রী বিস্তারিত ভাবে বলেছেন যে, ভারত তার সামগ্রিক প্রতিষেধক জোগানের লাইনকে ডিজিটাইজ করেছে এবং এর কোল্ড চেনের অখন্ডতাকে দেখভালের জন্য একটি ইলেকট্রনিক ভ্যাকসিন ইন্টেলিজেন্স নেটওয়ার্কের বিকাশ ঘটিয়েছে।
তিনি বলেছেন, এই উদ্ভাবন, সঠিক মাত্রায়,সঠিক সময়ে এবং শেষ প্রান্ত অবধি সুরক্ষিত এবং ক্ষমতা সম্পন্ন প্রতিষেধকের উপলব্ধতাকে সুনিশ্চিত করবে।

প্রধানমন্ত্রী বলেছেন যে ভারত বিশ্বের মধ্যে প্রতিষেধক উৎপাদনে সবথেকে আগে রয়েছে এবং বিশ্বের প্রায় 60 শতাংশ শিশুদের টিকাকরনে যোগদান করেছে।

প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, " ভারত 'গাভি'-র কর্মকান্ডের মূল্যকে স্বীকৃতি দেয়, তাই ভারত 'গাভি'কে অনুদান প্রদান করেছে যেখানে ভারত এখনো অবধি 'গাভি'র সমর্থন পাওয়ার যোগ্য "।

প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'গাভি'কে ভারতের সমর্থন শুধুমাত্র আর্থিক কারণেই নয়, বরং সবার জন্য বিশ্বিব্যাপী প্রতিষেধকের দাম কম রাখার জন্য ভারতের বিশাল দাবি রয়েছে, কেননা গত পাঁচ বছরে 'গাভি' প্রায় 400 মিলিয়ন ডলার সঞ্চয় করেছে।

প্রধানমন্ত্রী পুনরায় উল্লেখ করেছেন যে, ভারত সমগ্র বিশ্বের সাথে একতাবদ্ধ হয়ে পাশে দাঁড়িয়ে আছে, সেইসাথে প্রমাণ করেছে যে, কম মূল্যে গুণমান যুক্ত প্রতিষেধক উৎপাদনে ভারত সক্ষম। ভারতের দ্রুত টিকাকরনকে প্রসারিত করার নিজস্ব অভিজ্ঞতা এবং যথেষ্ট পরিমানে প্রতিভাশালী বৈজ্ঞানিক গবেষক রয়েছে।

তিনি বলেছেন, শুধুমাত্র বিশ্বব্যাপী স্বাস্থ্য পরিষেবায় অবদান রাখার ক্ষমতাই ভারতের নেই, তার সাথে সবার সাথে মিলে মিশে বন্টন করার প্রতি বিশ্বাসও তার রয়েছে।

নিউ দিল্লি
জুন 04,2020

DISCLAIMER: This is an approximate translation. The original is available in English on MEA's website and may be referred to as the official press release.